HUMAN RIGHTS FORUM BANGLADESH (HRFB)

সংবাদ বিবৃতি

ধারাবাহিক মব সন্ত্রাস, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তায় হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)-এর গভীর উদ্বেগ

[ঢাকা, ১৩ আগস্ট ২০২৫] দেশে মব সন্ত্রাসের ধারাবাহিক ঘটনায় নিষ্ঠুর ও অমানবিকভাবে নাগরিকের প্রাণহানি ঘটছে। এ ধরনের ঘটনা শুধু আইনশৃঙ্খলা বিষয় নয়, বরং এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি । বিশেষভাবে রংপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তিকে গণপিটুনিতে হত্যার আগে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও ভুক্তভোগীদের রক্ষায় কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে । পরে পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল থেকে শুধু লাশ উদ্ধার করা হয়েছে বলে গনমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে; যা পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে মারাত্মক ব্যর্থতা এবং এর ফলশ্রুতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। এ সকল ঘটনায় হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদ নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার এবং ২৭ অনুচ্ছেদ আইনের সমান সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছে। একইভাবে, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা ১৪৯ অনুযায়ী, "যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা নিজ ক্ষমতায়, যতদূর সম্ভব, কোনো জ্ঞাত অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করবেন" এবং ধারা ১৫০–১৫২ অনুযায়ী অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা থাকলে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিয়ে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। এ ছাড়া ধারা ১৫৪–১৫৭ পুলিশকে অবিলম্বে অপরাধের তথ্য গ্রহণ, নথিভুক্তকরণ, তদন্ত এবং অপরাধী গ্রেফতারের বাধ্যবাধকতা দিয়েছে। কিন্তু রংপুরের ঘটনায় এসব আইনি বাধ্যবাধকতা স্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে আগস্ট মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত গনপিটুনীতে কমপক্ষে ১১৪ জন নাগরিক নিহত হয়েছে ।

বাংলাদেশ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR) এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ (ICCPR) -এর স্বাক্ষরকারী। এ সকল আন্তর্জাতিক চুক্তিতে জীবনের অধিকার, ন্যায়বিচারের অধিকার, আইনের সমান সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এই ঘটনাগুলো শুধু অভ্যন্তরীণ আইনের নয়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বাধ্যবাধকতারও গুরুতর লঙ্ঘন।

এইচআরএফবি মনে করে, এই ধরনের ঘটনা অবিলম্বে প্রতিরোধ না করা হলে নাগরিকের নিরাপত্তা, বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন চরমভাবে হুমকির মুখে পড়বে। রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হলো সকল নাগরিকের জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষা করা যা সংবিধান, প্রচলিত আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী অবহেলার কোনো সুযোগ নেই।

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)

ঢাকা, ১৩ আগস্ট ২০২৫

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197 | HRFB Email: hrfb.20@gmail.com | Website: https://hrf-bd.org/

Experts:
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy

Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).

স্বাক্ষরকারীবৃন্দ

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ এর সদস্যবৃন্দ

১। ড. হামিদা হোসেন, এক্সপার্ট, এইচআরএফবি
২। অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, এক্সপার্ট, এইচআরএফবি
৩। রাজা দেবাশীষ রায়, এক্সপার্ট, এইচআরএফবি
৪। অ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না, চেয়ারপারসন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), সচিবালয় এবং ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক, এইচআরএফবি
৫। শাহীন আনাম, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি, এবং নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
৬। জাকির হোসেন, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ
৭। সারা হোসেন, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
৮। রঞ্জন কর্মকার, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং নির্বাহী পরিচালক, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট (স্টেপস)
৯। সালেহ আহমেদ, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং নির্বাহী পরিচালক, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
১০। সঞ্জীব দ্রং, স্টিয়ারিং কমিটি সদস্য-এইচআরএফবি এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
১১। ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), সদস্য, এইচআরএফবি
১২। ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (বিএমপি), সদস্য, এইচআরএফবি
১৩। শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্মস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), সদস্য, এইচআরএফবি
১৪। খুশী কবির, সমন্বয়ক, নিজরা করি, সদস্য, এইচআরএফবি
১৫। সরদার জাহাঙ্গীর হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন (এএসএফ), সদস্য, এইচআরএফবি
১৬। শিপন কুমার রবিদাস, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) কেন্দ্রীয় কমিটি, সদস্য, এইচআরএফবি
১৭। সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস), সদস্য, এইচআরএফবি
১৮। দেওয়ান জামান, নির্বাহী পরিচালক, ফেয়ার, সদস্য, এইচআরএফবি
১৯। পল্লব চাকমা, নির্বাহী পরিচালক, কাপেং ফাউন্ডেশন, সদস্য, এইচআরএফবি
২০। রোকেয়া রফিক বেবী, নির্বাহী পরিচালক, কর্মজীবনী নারী, সদস্য, এইচআরএফবি
২১। গীতা দাস, সভানেত্রী, নারীপক্ষ, সদস্য, এইচআরএফবি
২২। আবদুস সাত্তার দুলাল, সভাপতি, ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব ডিজাবল্ড পিপলস অর্গানাইজেশনস (ন্যাডপো), সদস্য, এইচআরএফবি
২৩। আশরাফুন্নাহার মিষ্টি, নির্বাহী পরিচালক, ওমেন উইথ ডিজাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, সদস্য, এইচআরএফবি